বন্যপ্রাণ ও পরিবেশ রক্ষার জন্যে আদিবাসীদের হাতে অরণ্যের পূর্ণ অধিকার প্রয়োজন

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র, লালগড়

বন্যপ্রাণ বাঁচাতে আদিবাসীদের বনে যেতে আটকাচ্ছেন বন দফতরের কর্মীরা। তাও আবার গায়ের জোরে নয়, ভালোবেসে, বুঝিয়ে শুনিয়ে। এমনকি বন্যপ্রাণ রক্ষায় আদিবাসীদের শিকার উৎসব থেকে বাড়ি ফেরত পাঠাতে তাঁদের পা ধরতেও কুণ্ঠা বোধ করছেন না বন দফতরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। গত মঙ্গলবার সকালে লালগড়ে বনকর্মীদের বন্যপ্রাণ বাঁচাতে এই ধরণের আন্তরিকতা দেখে আদিবাসীদের মধ্যে অনেকে ফিরে গেলেও বেশির ভাগেরাই বিশ্বাস করেননি। শিক্ষিত মহলের একাংশ আবার সেই দিনই প্রশ্ন তুলিছিলেন, এই আন্তরিকতা আদৌ বন্যপ্রাণ বাঁচাতে, নাকি লালগড়সহ জঙ্গল মহলের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়ানো বাঘমামার আক্রমণের হাত থেকে এদের রক্ষা করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বনদফতরের আধিকারিকদের। কারণ বাঘের হামলার ঘটনা ঘটলেই ফের রাজ্য জুড়ে বনকর্মীদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বাড়বে। শিক্ষিত মহলের সেই ধারনা যে একেবারে অমূলক ছিল না, শুক্রবার সকালে চাঁদড়ার বাঘঘোরার জঙ্গলে বাঘ মামাকে ঘিরে ঘাটে যাওয়া দুর্ঘটনাই তার প্রমাণ। তবে মঙ্গলবার সকালে আদিবাসীদের মহা শিকারা উৎসবে বাধা দিয়ে এর থেকেও বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বন দফতরের কর্মীরা। আর তা হল, সত্যি কি আদিবাসীদের এই শিকার উৎসবের জেরে জঙ্গল থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বন্যপ্রাণ? শিকার আদিবাসীদের এক আদি সংস্কৃতি। আদিবাসীদের নাচ, গান, শিকার উৎসব নিয়ে শিক্ষিত মানুষেরা যতই গলায় শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করুক না কেন তাঁরা যে আদিবাসীদের থেকে প্রকৃতিকে বেশী ভালোবাসেন না বা বাসতে পারেন না, এটা সকলেই জানেন। তাছাড়া আদিবাসীদের এই শিকার বিনোদনের বিষয় নয়। এগুলি তাঁদের কাছে দৈনন্দিন সংগ্রামের হাতিয়ার। প্রকৃতির সাথে কঠিন লড়াই করেই তাকে অকুপণ ভালোবেসে তার মধ্যে বেঁচে থাকা। তাই বন্যপ্রাণ রক্ষার নাম করে আদিবাসীদের তাঁদের সংস্কৃতি থেকে কেন দূরে সরানোর প্রচেষ্টা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল থেকে। কারণ এটা তো সর্বজনবিদিত, পৃথিবী তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করেছে, সেই দিন থেকে, যে দিন থেকে মানুষ তার বুদ্ধি-বিজ্ঞান মানসিকতাকে ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন শুরু করেছে। বন্যপ্রাণ রক্ষা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তা বলে বন্যপ্রাণ রক্ষার নামে অদিবাসীদের শিকার পরব বন্ধ করা কি প্রকৃতির সামগ্রিক ভারসাম্য রক্ষায় আবার এক নতুন আঘাত বয়ে আনবে না, প্রশ্ন উঠতে শুরু করছে। আদিবাসীরা শিকার করেন দলবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট সময়ে। সারা বছর ধরে তাঁরা এই শিকারের পরব চালান না। তাঁরা শিকারের ফসল মজুত করেন না। কোনো ফসল পণ্যে পরিণত করেন না। শিকার দলবদ্ধভাবে সমান ভাগ করে খান। আর শিকারে বন্যপ্রাণ বলতে থাকে বুনো শুয়োর, বনমুরগি, খরগোশ। বড়ো কোনো পশু শিকার করেন না আদিবাসীরা। ফলে আদিবাসীদের পরবে বাঘ শিকার করার প্রথা নেই। তা হলে কমছে কেন বাঘ! আদিবাসী নাকি চোরাশিকারী, কারা দায়ী এর জন্যে? আর চোরা শিকারীদের নির্মূল করতে না পারার ব্যর্থতা কার বা কাদের? যদি চোরা শিকারীরাই দায়ী, জঙ্গল থেকে বন্য প্রাণ নির্মূলকরণে তাহলে শুধু শুধু আদিবাসীদের বনে তাঁদের প্রাচীন উৎসব পালনে বাধা দেওয়া হচ্ছে কেন? আবার আদিবাসীরা শিকারে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন না। সেই প্রাচীন কাল থেকে তাঁরা তীর-ধনুক, বর্শা দিয়েই শিকার করেন। প্রকৃত সত্য হল, আদিবাসীদের শিকার পরব যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক ভারসাম্যই রক্ষা করছে। আদিবাসীদের শিকারে বন্যপ্রাণ নষ্ট হচ্ছে বলে শহরের কিছু জন চিৎকার করলেও বাস্তব ঘটনা হল চোরাশিকারিদের জন্য বন্যপ্রাণ বিলীন হয়ে যাচ্ছে হাজার গুণ। আর তার জন্যে কেন্দ্র-রাজ্য সব সরকারের ব্যর্থতার ছবিটা প্রকট হচ্ছে দিন কে দিন। তাই কি মানুষের নজর ঘোরাতে আদিবাসীদের পরব বন্ধ করতে প্রকাশ্যে এই মানুষগুলোর পা ধরছেন বন দফতরের আধিকারিকেরা? তথ্য বলছে, আদিবাসীদের অনাহার, অপুষ্টি, জলাভাব থাকা সত্ত্বেও ওরা লোভী হননি, ওরা লোভ কী তা জানেন না। প্রকৃতি এখনও যতটুকু রক্ষিত আছে তা ওঁদের জন্যই আছে, আর তাই সংখ্যায় কম হলেও শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ থেকে ইতিমধ্যেই আদিবাসীদের হাতেই জঙ্গলের অধিকার ফিরিয়ে দেবার দাবি উঠতে শুরু করেছে। তাঁরা দাবি করেছেন, আদিবাসীদের হাতে এই অধিকার তুলে দিলে চোরা শিকারীদের অত্যাচার-লোভ থেকে বাঘ, গন্ডার, হাতি, হরিণের মতো বন্য প্রাণীদের রক্ষা করা অনেক বেশি সহজ হবে।

মহিলা মদব্যবসায়ীকে আটক, অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের গুড়গুড়িপাল গ্রামে আবগারি দফতরের কর্মীদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে ধেরুয়া-মেদিনীপুর রাজ্যসড়ক অবরোধ করলেন মদ ব্যবসায়ী মহিলারা। অবৈধভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে ওই মহিলাকে আটক করেছে আফগারি দফতরের কর্মীরা। অবরোধকারীরা অভিযোগ করে, তারা এলাকায় বেআইনি মদের ব্যবসা করে। আবগারি বিভাগ তাদের গ্রামে হানা দেয়। তাদের ব্যবসা ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি পুরুষ আধিকারিরা মহিলাদের গায়ে হাত দেয়। অনেকের শাড়ি ছিঁড়ে নেয় এবং দুজনকে তুলে নিয়ে যায়। প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তারা। এক মদ ব্যবসায়ী বলেন, আমরা আদিবাসী মানুষ। আমরা বেআইনিভাবে মদের ব্যবসা করি। আবগারি দফতর এসে আমাদের দোকান ভেঙে দিক। মহিলা পুলিশ এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাক। তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু পুরুষরা আমাদের গায়ে হাত দেওয়াতেই আমাদের এই বিক্ষোভ। যতক্ষণ না আটক দুজনকে ছাড়া হচ্ছে ততক্ষণ পথ অবরোধ চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু এক সাইকেলআরোহীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলিয়াবেড়া ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃতের নাম মিহির বিসাল (৪৫)। বেলিয়াবেড়া থানার কেন্দুয়ানা মোড়ের ঘটনা। মৃতদেহ রাস্তায় রেখে অবরোধ করেন পরিবারের লোকেরা। এদিন দুপুরে বাজার করে আদারিয়া গ্রামের বাসিন্দা মিহিরবাবু সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় কেন্দুয়ানা মোড়ে বালির গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তাঁর। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যরা ক্ষতিপূরণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন। প্রায় দুঘন্টা অবরোধ চলার পর অবশেষে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ ওঠে। পুলিশ গাড়ির চালক ও ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে।

শ্রীশ্রী গৌর রাধাবংশীধরী জীউ আশ্রম ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ শনিবার সকালে নন্দীগ্রামের মধ্যবয়ালে পূর্ণিমা তিথিতে গ্রামের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় নবনির্মিত শ্রীশ্রী গৌর রাধাবংশীধরী জীউ আশ্রম ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। হোমযজ্ঞ সহকারে মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীধাম নবদ্বীপের গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রী শ্রীল মধুসূদন মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন, শ্রী ক্তিবেদান্ত ত্যাগী মহারাজ, শ্রী ভক্তিবেদান্ত বোধন মহারাজ, শ্রী ভক্তিবেদান্ত গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ। তাঁরা বলেন, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠাই সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁরা বলেন, নিপীড়িত মানুষের সেবা করার মাঝেই সুখ নিহিত। সমাজের দরিদ্র মানুষকে সহযোগিতার জন্য সবার এগিয়ে আসা উচিত। সাম্প্রদায়িকতামুক্ত দেশ ও জাতি গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা। স্থানীয় বাসিন্দা পরিমল গিরি ও বিজয় বেরা বলেন, নবনির্মিত মন্দিরকে কেন্দ্র করে তিনদিন ধরে চলছে নগর সংকীর্তন ও শোভাযাত্রা। ঢোল, কাঁসা, শাঁখসহ নানা রকম বাদ্য নিয়ে এতে শতাধিক নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। নতুন মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য গ্রামের প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটা আলাদা অনুভূতি ছিল। পূজা অর্চনার সাথে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবনির্মিত শ্রীশ্রী গৌর রাধাবংশীধরী জীউ আশ্রম ও তার সাথে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। অনেকদিন থেকে মন্দির করার প্রচেষ্টা চললেও, এতদিনে প্রচেষ্টা স্বার্থক রূপ পেল বলে জানান তিনি।

পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি সভা তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রাক্ প্রস্তুতি সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার নারায়ণগড় ব্লকের তুতরাঙ্গা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই সভা সংগঠিত হয় ঠাকুরচকে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রদ্যোৎ ঘোষসহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। নির্বাচনের আগে কীভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এলাকায় প্রচার চালানো হবে তারই আলোচনা হয় এদিন। একইসঙ্গে দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়ানোসহ নানা নির্দেশ দেওয়া হয় নেতৃত্বদের পক্ষ থেকে।

নির্বাচনী প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়কপ্রদ্যোৎ ঘোষ, নারায়ণগড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিহির চন্দ, জেলা সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান সেখ কাওসার আলি, তুতরাঙ্গা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ হুই, যুব সভাপতি দেবব্রত চক্রবর্তীসহ অন্যান্যরা।

দিঘাকে অপরাধ মুক্ত করতে উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর দিঘায় বেড়ে যাওয়া অপরাধের ঘটনা রুখতে একাধিক উদ্যোগে গ্রহণ করলো পুলিশ। সেই উদ্যোগগুলির অন্যতম, মার্কেটে রাত্রীকালীন নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নৈশ প্রহরী, সমবায় সমিতিগুলোর সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, সন্দেহভাজন কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে পুলিশকে খবর দেওয়া প্রভৃতি। পাশাপাশি সমবায় সমিতিগুলির সামনে কোন গাড়ি আসছে বা যাচ্ছে তার গতিবিধি লক্ষ্য করার ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, কন্টাই-এর সি আই চম্পক রঞ্জন চৌধুরী, দিঘা থানার ওসি বাসুকিনাথ ব্যানার্জী, মার্কেট কমিটির পক্ষ থেকে অরুণ বন, উত্তম জানা, গণপতি বন, সমবায় সমিতির প্রতিনিধিগণও।

প্রসঙ্গত কিছু দিন আগেই সৈকত নগরী দিঘা মোহনায় এক মাছের ব্যবসায়ী দিঘা স্টেট ব্যাঙ্কে টাকা তুলে বাড়ি যাওয়ার সময় ছিনতাইকারী দল পিছু নিয়ে টাকা ছিনতাই করে চম্পট দেয়।

বাদলপুরে শিবঠাকুরের অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রামনগর-২ ব্লকের বাদলপুর শিব মন্দির প্রাঙ্গণে শিব ঠাকুরের অভিষেক হল শনিবার। বাদলপুর শিব মন্দির উদ্যাপন কমিটির উদ্যোগে এই আয়োজন। এদিন উপস্থিত ছিলেন কাঁথি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ প্রার্থনানন্দজী মহারাজ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম বারিক, আয়োজক সংস্থার সভাপতি রঞ্জিত সামন্ত, যুগ্ম সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্র ও সঞ্জীব সামন্তসহ বিশিষ্টজনেরা। আয়োজক সংস্থার সভাপতি রঞ্জিত সামন্ত বলেন, ১৪তম বর্ষে পদার্পণ করল এই অনুষ্ঠান। এগরার কুদি থেকে শ'পাঁচেক ভক্ত জল নিয়ে এসে এখানে শিবের মাথায় ঢালেন। এলাকার প্রায় শতাধিক ব্রাহ্মণদের নিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। এলাকার প্রায় হাজার দশেক লোককে অন্নদান করা হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে।

UTKAL UNIVERSITY
GOVT. & U.G.C. অনুমোদিত
ONE SITTING
EXAM. DECEMBER 2018
M.A. ENGLISH SANSKRIT HISTORY POL. SC.
L.L.B.
যোগ্যতা - B.A/B.Sc./B.COM (3 Yrs. & 2 YRS.) পাশ। গ্রাজুয়েশানে কোন Combination দরকার নাই, SSC ও H.M. পরীক্ষায় বসতে পারবেন।
ASHA NORTH BENGAL
CONTAI - 9733741684
KOLKATA - 7872267446
BANKURA - 9434339761
BAGUIHATI - 9903080905
EGRA - 9734889574
HALDIA - 9064222892